Carbon Taxes and Green Paradox

[illegible] – [illegible]

[illegible]:

[illegible]:– [illegible] -

[illegible] – [illegible]

[illegible] – [illegible] –

[illegible] – [illegible]

[illegible] – [illegible] –

[illegible] – [illegible]

[illegible] - [illegible] –

[illegible] – [illegible]

[illegible] - [illegible]

– [illegible] – [illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible] : [illegible]ই[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible]?

[illegible] : [illegible]

[illegible] : [illegible] ,[illegible] [illegible]ই।

[illegible] : দেখা যাবে না কেন ? উত্তরবঙ্গ তো ভাসছে।

□□□□□□□ : ধূর! উত্তরবঙ্গ ভাসলে, আমাদের কী ? এখানে তো গরমে মরে গেলাম।

□□□□□□□ : ঠিক এরকম ভাবেই আমরা যখন ভাসবো তখন ওরা বলবে দক্ষিণবঙ্গ ভাসছে তো

আমাদের কী? ঠিক যেমন ইউরোপের গরম দেখে এখানকার অনেকেই হাসি ঠাট্টা করছে।

□□□□□□□ : না, সত্যি তুই বল, প্যারিসের লোক রাস্তার ধারে ফোয়ারায় চান করছে। ভাবা যায়

এমন দৃশ্যও দেখতে হবে। ছোটবেলার থেকে শুনে আসছি ইউরোপ মানে ঠান্ডার দেশ। সেখানে লোকেরা সব কোট, বুট হ্যাট পরে ঘোরা ফেরা করে। হাঃ হাঃ হাঃ। এখন বোঝ, গরম কাকে বলে ?

□□□□□□□ : □□□□□□□□□□ ?□□□ই বোঝ্ !

□□□□□□□ : আমি কী বুঝবো ?

□□□□□□□ : যখন আবহাওয়া এবং জলবায়ু যেখানে যা হওয়ার কথা তা হচ্ছে না। গত দশ বছরে

কলকাতায় এরকম গরম পরে নি। কেন ? গ্রীণল্যান্ডের বরফ সব গলে জল হয়ে গেল।

□□□□□□□ : কেন ?

□□□□□□□ : Climate Change

□□□□□□□ : আরে ধূর্ !Climate Change সেতো সবাই জানে। আর এটাও জানে এর প্রধান

কারণ বাতাসে CO_2মানে কার্বন ডাই অক্সাইড-এর পরিমান বেড়ে যাওয়া। কিন্তু এটা কমাবে কে ?

□□□□□□□ : সত্যদা।

□□□□□□□□ : অ্যাঁ!

(নীচু গলায়)

□□□□□□□□ : ঐ দ্যাখ, সত্যদা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

সত্যদা : আরে জোড়ায় যে। এসো এসো। তোমাদের অপেক্ষাতেই ছিলাম। (স্ত্রীর উদ্দেশ্যে)

কল্যানী হরি, হরএসে গেছেন এবার চা দিতে পারো।

□□□□□□□□ : □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□?

□□□□□□□ :

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□?

□□□□□□□□ : □□, □□□□, □□□□ □ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □

□□□□□□□ : □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ই

হাল। বিজ্ঞান আন্দোলন ছেড়ে দে।

□□□□□□□□ : আপনার এখানে আসতে আসতে সেকথাই হচ্ছিল। দেবু বলছিলো বাতাসে CO_2

এর পরিমান বাড়ার জন্য যদি জলবায়ুর পরিবর্তন হয় তো CO_2এর পরিমান কমাবে কে?

সত্যদা : তোরা কমাবি!

দেবব্রত : কী বলেন সত্যদা!

(চা নিয়ে কল্যানীর প্রবেশ)

সত্যদা : নে, আগে চা খেয়ে নে, তারপর বলছি কীভাবে কমাবি।

কল্যানী : গরমে কেমন আছো বলো তোমরা।

দেবব্রত : খুব খারাপ বৌদি । আমাদের ঘরে হাওয়া ঢোকা নিষেধ । তিন দিকেই

বহুতল বাড়ি । পবন দেবের রাস্তা বন্ধ । দম বন্ধ করা অবস্থা । প্রাণটা খালি আমি যাই, আমি যাই করে ।

কল্যাণী : হাসতে হাসতে : আর তোমার দাদাকে দ্যাখো একটা হাত পাখা নিয়েই গোটা

গ্রীষ্মটা কাটিয়ে দিল । বলে কিনা আমরা তে ছোটবেলা থেকে এই হাত পাখা নিয়েই বেশ কাটিয়ে দিলাম । আরে ছোটবেলার সেই পরিবেশ এই কলকাতা শহরে আছে? আর এ. সি. র কথা বললে তো উপায় নেই । প্রায় মারতে আসে । বলে জানো, এ. সি. আমাদের পরিবেশের কত ক্ষতি করছে ?

সত্যদা : হ্যাঁ শান্তনু, কী যেন বলছিলি ? CO_2 এর পরিমান কীভাবে কমাবি ? তাই তো ? আচ্ছা

আমাদের দেশে যার আয় বেশি তাকে সরকারকে কী দিতে হয় ।

শান্তনু : আয়কর ।

সত্যদা : ঠিক্ , তেমনি যে CO_2 বেশি উৎপাদন করবে তাকে যদি ট্যাক্স দিতে হয়, কেমন

হয় ?

দেবব্রত : তারমানে কার্বন ট্যাক্স , দারুন আইডিয়া ।

সত্যদা : আইডিয়াটা আমার নয় , 1990 সালে গ্রীনল্যান্ডে প্রথম এই কার্বন ট্যাক্স পদ্ধতি চালু

করে । এখন প্রায় চল্লিশটি দেশে কার্বন ট্যাক্স পদ্ধতি চালু আছে ।

শান্তনু : আমাদের দেশে কি এই ট্যাক্স চালু আছে ?

সত্যদা : হ্যাঁ, এবং সেটা বর্তমানে সরকার আসার আগে থেকেই আছে। তবে সেটার পরিমান

বেড়েছে।

(কলিং বেলের আওয়াজ)

শান্তনু : দেবু যা।

দেবব্রত : আঃ তুই খোল্ না। একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আলোচনা হচ্ছে। দেবু যা!

কল্যানী : ঠিক আছে বাবা, তোমরা কথা বল। আমি খুলছি!

(দরজা খোলার শব্দ)

চান্দ্রেয়ী : মা আপনি? আর কেউ আসে নি?

কল্যানী : এসেছে। ওরা এমন একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে যে উঠতে

চাইছে না।

চান্দ্রেয়ী : কী ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কাকু? আমি বাদ পরে গেলাম?

সত্যদা : আরে আগে তো বোস্। এখন কি কলেজ থেকে আসছিস্?

চান্দ্রেয়ী : হ্যাঁ, আর কোথা থেকে আসবো?

সত্যদা : (কল্যানীর প্রতি) হ্যাঁ গো। মেয়েটা কী বললো শুনলে তো। ওকে একটু কিছু দাও।

দেখছো না মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে।

চান্দ্রেয়ী : না কাকীমা, যাবেন না তো। আমাকে দেখলেই কাকুর খালি খাবারের কথা মনে

পরে।

কল্যানী : না, না যাচ্ছি । না হলে একটু পরেই দেবু বলবে বড্ড খেদে পেয়েছে ।

(সবাই হেসে উঠবে)

চান্দ্রেয়ী : কিন্তু ইন্টারেস্টিং বিষয়টা শোনা হল না ।

সত্যদা (ওরফে কাকু): কার্বন ট্যাক্স এর কথা শুনেছো ?

চান্দ্রেয়ী : হ্যাঁ । সেদিনই তো ক্লাসে আলোচনা হচ্ছিলো । যে সব জ্বালানী থেকে CO_2 উৎপন্ন

হয় যেমন কয়লা, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য ইত্যাদির উপর কর বসানো ।

শান্তনু : তাতে লাভ হবে কী ? এর উৎপাদন বা ব্যবহার কি কমে যাবে ? মাঝখান থেকে

জ্বালানীর দাম বাড়ায় সমস্ত জিনিসের দাম বাড়বে । সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের হবে বিপদ ।

সত্যদা : Exactly, ২০১৪ সালে টন প্রতি কয়লার সেস্ বা Tax ছিল ১০০ টাকা এখন সেটা

দাঁড়িয়েছে ৪০০ টাকায় এর ফল কী হলো ? বিদ্যুৎ-এর দাম ও বেড়ে গেল । কারণ তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লার দরকার । তাছাড়াও বিভিন্ন কলকারখানা যাদের কয়লা দরকার হয় তাদেরও উৎপাদিত জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হল ।

দেবব্রত : তাহলে পেট্রোল, ডিজেলের দাম বাড়ার এটাও একটা কারণ ।

শান্তনু : হ্যাঁ । একে বলে Green Paradox অর্থাৎ স্ব-বিরোধী কিন্তু সত্যি । খুলে বলি । পরিবেশ

বাঁচাতে গেলে CO_2 এর উৎপাদন কমাতে হবে । CO_2 এর উৎপাদন কমাতে গিয়ে Tax বসাতে গেল । Tax বসাতে গিয়ে CO_2 উৎপাদন কমানো গেল না মাঝখান থেকে জিনিসের দাম বেড়ে গেল ।

চান্দ্রেয়ী : না, না, এটা পুরো সত্যি নয় । Carbon Tax নিঃসন্দেহে গোটা পৃথিবীতে CO_2

উৎপাদন অনেকটা কমিয়েছে । বিশেষ করে আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানীর মত উন্নত দেশে । তবে আরেকটা প্রধান কারণ অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বাড়ানো ।

সত্যদা : তাহলে কী দাঁড়ালো, যার পয়সা আছে অর্থাৎ উন্নত দেশ তারা কার্বন ট্যাক্স বাড়িয়ে,

অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে পরিবেশ এর তাপমাত্রা কিছুটা হলেও কমাতে সমর্থ হয়েছে । কিন্তু পরিবেশ তো শুধু ওদের দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই । গোটা পৃথিবীর বায়ুস্তরেই CO2, CFC, N-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড এর মত গ্যাসের পরিমাণবাড়ছে তাকে কমাবে কী ভাবে ?

চান্দ্রেয়ী : কাকু আমর মনে হয়, জানি না শান্তনুদা, দেবুদা ও আমার সাথে একমত হবে কিনা

তা হল যার যা সামর্থ্য তাকে তাই করতে হবে । আমাদের মতো গরিব দেশে কার্বন ট্যাক্স রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব একটা সফল হবে বলে মনে হয় না । আমাদের বিকল্প পথগুলো খুঁজতে হবে । যেমন অচিরাচরিত শাক্তর ব্যবহার তা সৌরশক্তি হতে পারে, বায়ু শক্তি হতে পারে বৈদ্যুতিক শক্তি হতে পারে ।

শান্তনু : আরেকটা সহজ পথ বললে না যত বেশি করে পারো গাছ লাগাও ও বাঁচিয়ে রাখো ।

সত্যদা : ঠিক বলেছো । হাজার বছর আগে থেকে ভারতীয়রা গাছকে দেবতা মনে করে পুজো

করে আসছে । তাছাড়া তোমরা তো চীপকো আন্দোলন, বৈষ্ণোদেবী আন্দোলন – এসব আন্দোলনের কথা জানো । গাছ-বাঁচাবার জন্য মানুষ প্রাণ দিয়েছে । আজ সেই আন্দোলনের নতুন রূপ দিতে হবে । তার "স্লোগান হবে, গাছ লাগাও – গাছ বাঁচাও"

(সবাই মিলে হুররে ।)

শান্তনু : এসো কাজে লেগে যাও ।

কল্যানী : কাজে হাত দেওয়ার আগে এগুলো খেয়ে নাও ।

খালি পেটে কাজ করতে পারবে না ।

দেবব্রত : ঠিক বলেছেন বৌদি ।

সত্যাদা : দাঁড়াও । আচ্ছা আগে খেয়ে নাও । তারপর বলছি ।

(সবাই খাওয়া শুরু করে)

শান্তনু : বৌদি, দারুন হয়েছে (খেতে খেতে)

দেবব্রত : তা বলে আর পাবি না ।

চান্দ্রেয়ী : ঠিক্ বলেছো । যত বেশি খাবে। কাকীমাকে তত বেশি রান্না করতে হবে । তত বেশি

গ্যাস পুড়বে – তত বেশি CO_2তৈরী হবে ।

শান্তনু : সত্যদা, চান্দ্রেয়টা বড্ড বেশি পেকে গেছে ।

সত্যদা : আমি কী করবো । পাকিয়েছো তো তোমরাই। আর ও ভুল কিছু তো বলেনি ।

(সবাই হাসতে থাকে)

দেবব্রত : তবে চা খেতে আপত্তি নাই

চান্দ্রেয়ী : আমি নিয়ে আসছি

সত্যদা : বেত না আসা প□□□□□□কানমলা চলুক।

শান্তনু : মানে ?

দেবব্রত : চা না আসা প□□□□□□ আলোচনাটা চলুক। ওটাকে থামিয়ে লাভ নেই।

সত্যদা : □□ □□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □
□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□,

□□□□□□ই□□□

□□,□□□□□□□□□□□□□ই□□□□□ □□ □

□□□□□□□□□□□ ?□□□□□□□□□□□

?□□□□□□□□ ?□□□□□□□□□□

?□□□□□□□□□□□ ?□□□□□□□□

?□□□□□□□□□□

?□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □

দেবব্রত : □□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ?

সত্যদা : □□□□□□□□□ □

(□□□□□□□□ □□)

দেবব্রত : □□□□□

সত্যদা : □□□□□□□ □ □□□ই মিলে মন দিয়ে শোন। পড়া শেষ না হওয়া প□□□□□□ কেউ কোনো

মন্তব্য বা প্রশ্ন করবে না।

দেবব্রত : ১/ স্থান নির্বাচন; ২/ গাছ্ নির্বাচন, ৩/ চারাগাছ্ সংগ্রহ বা ক্রয়, ৪/ লাগাবার জন্য দল

গঠন ও দিন ঠিক করা । ৫/ চারাগাছের রক্ষণাবেক্ষণ । ৬/ সরকার বা অন্য কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্য নেওয়া ।

শান্তনু : সবই হলো, কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে ?

চান্দ্রেয়ী : দেখলেন কাকু ! শান্তনুদার সবেতেই বাগড়া দেওয়া চাই ।

সত্যদা : শান্তনু-ই উত্তর দেবে ।

দেবব্রত : না মানে আমি বলতে চাইছি এত বড় মাপের একটা কাজ আমাদের এই তিনচার

জন দিয়ে হবে না । এর জন্য লোকবলের দরকার । তাই এটাকে প্রচারমূলক কাজে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হয় ।

যেমন, বিভিন্ন স্কুলে, ক্লাবে গিয়ে সমস্যাটা বোঝানো এবং এই কাজে তাদের সাহায্য চাওয়া ।

সত্যদা : খুব ভাল কথা তবে তাই কর । কিন্তু চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থেকো না । ওটা আমি

দেখতে পারি না ।

দেবব্রত : তবে একটা কথা বলি , কাজটা শুধু শহরে করলে হবে না । শহরে গাছ্ লাগাবার

জায়গা কোথায় ? গ্রামে যেতে হবে বিশেষ করে যে সব জেলায় পতিত জমির পরিমান বেশি ।

চান্দ্রেয়ী : ঠিক বলেছ্, যেমন পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম যেখানে শত শত

একর জমি পতিত হয়ে আছে । না হয় চাষবাষ না আছে বনজঙ্গল যদিও বেশিরভাগ জমি-ই সরকারের ।

সত্যদা : একটা কাজ ভুলে যেওনা যেখানেই গাছ লাগাও না কেন সেটা সেই অঞ্চলের

জলবায়ু সহযোগী হতে হবে, না হলে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

দেবব্রত : আচ্ছা শান্তনু তখন তুই Green Paradox না কী একটা কথা বললি ? ওটা আবার

একটু বলতো।

চান্দ্রেয়ী : দেবুদা, গাছ লাগানোতে অসুবিধা কোথায় ? তুমি কেন আবার অন্য প্রসঙ্গে চলে

যাচ্ছ ?

দেবব্রত : না, না, গাছ লাগাতে আমার কোন আপত্তি নেই। Infact আমি ওটা আন্তরিকভাবেই

চাই। কিন্তু আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল একজন জার্মান অর্থনীতিবিদ হানস্ ভার্নার সিণ্ Green Paradox নামে একটা বই লিখেছিলেন যেটা নিয়ে খুব হৈচৈ হয়েছিল।

শান্তনু : হৈচৈ এর কী আছে ? আগে যা বলেছি অর্থাৎ Carbon Tax – Global Warming

এর সমাধান নয়। যেটা ইন্টারেস্টিং সেটা হল ওনার প্রস্তাব ছিল শুধু গাছ লাগালেই হবে না "পরিবেশে দুভাবে কার্বনের পরিমান কমানো যেতে পারে ১) কম কার্বন মাটি থেকে তোলা-অর্থাৎ কয়লা, পেট্রোল ইত্যাদি ২) নিহীত শক্তি ব্যবহার করে আবার মাটিতে ফিরিয়ে দেওয়া"।

দেবব্রত : কিন্তু সেটা নিয়ন্ত্রন কীভাবে সম্ভব ?

সত্যদা : সেটা নিয়েই তো বিতর্ক ? যেহেতু Mr. Sinn মূলতঃ একজন অর্থনীতিবিদ তাই

অর্থনীতির দৃষ্টিকোন থেকে তাঁর যুক্তি ছিল উৎপাদন এবং চাহিদা নিয়ন্ত্রন করলে এর একটা সমাধান পাওয়া যেতে পারে । যাঁরা জীবাশ্ম জ্বালানীর মালিক তাঁদের লগ্নীর উপর কর বসাও যাতে তাঁরা জীবাশ্ম জ্বালানীতে লগ্নী করতে উৎসাহ বোধ না করেন। অন্যদিকে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেলে, জ্বালানীর দামও বাড়বে এবং চাহিদা কমবে ।

চান্দ্রেয়ী : ওরে বাবা, কাকু ! এই জটিল তত্ত্ব মাথায় ঢুকছেনা । তার থেকে যেটা করা যায় সেটাই

করি ।

যেমন ১/ আমাদের দলটাকে আর একটু বাড়াবার চেষ্টা করি ।

২/ প্রচার পুস্তিকা তৈরী করে যে জেলাগুলোতে গাছ্ আরো বেশি
করে লাগানোর সুযোগ আছে সেখানকার স্কুল,
ক্লাবে প্রচার শুরু
করি ।

কল্যাণী : ওখানেও কিছু মানুষ পাবে যাঁরা তোমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন,

দেখো !

দেবব্রত শান্তনু (সমবেত কন্ঠে): তাহলে “আর বিলম্ব নয়, আর বিলম্ব নয়”, সত্যদা আশীর্বাদ করুন এই সবুজের

অভিযান যেন সফল হয় ।

সত্যদা : আশীর্বাদ করবো কী করে ? আমি ও তো তোদের সাথে যাবো ।

কল্যাণী : না, না, এই বয়সে তোমাকে একা ছাড়া যাবে না । তাহলে আমি ও যাবো ।

চান্দ্রেয়ী : তা হলে তো আর কোন সমস্যাই রইলোনা । " চলো সবাই, কাজে লেগে যাই" । তা না হলে জ্বালানী ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যৎ ব্যবসার কথা ভেবে আরো বেশি বেশি করে জীবাশ্ম জ্বালানী উত্তোলন করবে এবং বিক্রি করবে যার ফলে CO_2এর পরিমান কমার বদলে আরো বেড়ে যাবো এটা হল PARADOX

□□□□□□□ □□□

(□□□ই মিলে ট্রেনে করে বাঁকুড়া যাচ্ছেন। ট্রেনের কামরায় কথা হচ্ছে।)

□□□□□□ : □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□– □□□ □ □□□□□□□□□□□□□□ □

□□□□□□ □□□□ : □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□?

□□□□□□ : □□□□ই□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □

□□□□□□ □ : □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □

□□□□□ □□ : □□□□□□□□□□□□□□ই□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □

□□□□□□ □ : □□□□□□ই□□, □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □

□□□□□□ □□□□ : □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ ?

[illegible] : [illegible], [illegible]ই নার্শারী থাকে যেখানে চারা গাছ তৈরী করা হয়।

[illegible] : [illegible], [illegible]?

[illegible] : [illegible]ই ব্যাপারে আমাদের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং যুব কল্যাণ দপ্তরে যেতে হবে। সেখান থেকে আমরা জানতে পারবো এই সমস্ত কাজের সঙ্গে ঐ অঞ্চলে কোন্ কোন্ সংস্থা বা ব্যাক্তি যুক্ত আছেন।

[illegible] : [illegible]

[illegible] : [illegible], [illegible]?

[illegible] : [illegible]ই। দেবু কোন্ হোটেলের সাথে কথা বলেছিস্?

[illegible] : [illegible]

[illegible] : [illegible], [illegible],

[illegible]

[illegible] : [illegible]

[illegible] : [illegible]ই[illegible]ই বৌদিকে নিয়ে নাম্ । আমি জিনিসপত্রগুলো দেখছি।

[illegible]

([illegible])

[illegible] : [illegible]?

[illegible]

[illegible] : [illegible]?

[illegible] : [illegible]!

[illegible] : [illegible]

([illegible])

□□□□□□ : □□□□□□□□□□□□□ই। ইনি আমার জীবন ও পথের সাথী। কল্যানী চৌধুরী। ইনি দেবব্রত বর্ধন। শান্তনু চ্যাটার্জী, চান্দ্রেয়ী রায়। এরা আমার পুত্র – কন্যা সম এবং আমাদের সংস্থার সদস্য বা সদস্যা।

□□□□□□□□ : □□□□□□□ □ইলেন□□□□□□□ □ □□□□□ই কে আছে? দুটো চেয়ার এনে দাও।

(□□□□□□□□□□□ □□ □□□ই বসবে)

□□□□ : (□□□□□□□□□□□□□□□□□)

□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ?

□□□□ □□ : □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□ □□□□□ □□□□□ □ই ব্যাপারে অভিজ্ঞ এবং সারাবছর ধরে এই কাজ করেন। আমাদের বলুন কোন্ কোন্ ব্লক বা এলাকা ধরে আমরা কাজটা শুরু করতে পারি?

□□□□ □□□□ : □□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□- ই বাঁকুড়া জেলায় যেমন ঘন জঙ্গল আছে তেমনি বিস্তীর্ণ পরিত জমি

আছে যেখানে গাছপালার অভাব।

□□□□□□□ : □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ –
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □

□□□□□□□□ : □□□□□□□□□ □
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□
□□□□□□□□□□ই□□□, □□□ □□□□□ই □□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □

□□□□□□□ : □□□□□ □□□□ □□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□?

□□□□□□□□□□ : □□□ □□ই□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□ □

□□□□□□□□ : □□□□□□□ই করি। শাল, পিয়াল, সেগুন, ইউক্যালিপটাস এদেরকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এর সঙ্গে মহুয়া, কেঁদ গাছও লাগানো হয়।

□□□□□□□ : □□ই □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ই□□□□□□□□?

□□□□□□□□ : □□□□□ □ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□
□ □□□□ই □□□□ □□ □□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ই চারা গাছ দেই।

□□□□ □□ : □□□□ই মাস বেশি দেরী নেই, এটা মে মাস, মাঝখানে জুন। অতএব যা প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করতে হবে। অর্থাৎ আপনারা যে কাজটা করেন এবার থেকে আপনাদের পাশাপাশি আমরাও সেই কাজটা করবো।

□□□□□ □□ : □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ই যাঁরা আমাদের এই কাজে সাহায্য করতে পারেন ?

□□□□ □□□□ : □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ইলে তাঁদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

□□□□□ □□ : □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □

□□□□ □□□□ : □□□□□ই□ □□□ □□□□□□□, □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ই পারা যায় না। আমাদের জেলাটা আর একটু সবুজ হবে এটা এখন আশা করতেই পারি।

□□□□ □□ : □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□

□□□□□□ই যোগাযোগ হবে। নমস্কার!

□□□□ : □□□□□□□□!□□□□□□□□!

□□□□